দৈনিক ইত্তেফাক

20 MAR 2008

বদলে গেছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরিবেশ ॥ দালালদের উৎপাত নেই

॥ রাজশাহী অফিস ॥

বদলে গেছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরিবেশ। দালালদের উৎপাত নেই। শিক্ষকদের সাথে বোর্ড কর্মকর্তা এমনকি ৩য়-৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিরা এখন আর খারাপ আচরণ করে না। আগের মতো ঘুষের লেনদেন নেই। আগে নানা কাজে বোর্ডে আসা শিক্ষকদের এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঘুরতে হতো। এখন কারো টেবিলে ঘুরতে হয় না। স্কুল-কলেজের বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান হচ্ছে কাউন্টারে। কাউন্টার পদ্ধতি বদলে দিয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কাজের পরিবেশ। শিক্ষকদের সেবা দেয়ার মানসিকতা নিয়ে এখন কাজ করছেন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

প্রতিষ্ঠালগ্নে গোটা উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ছিল। ১৯৬৪ সালে যশোর বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলা নিয়ে বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। চলতি বছর দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর ৮টি জেলার সকল স্কুল ও কলেজ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৯২টি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

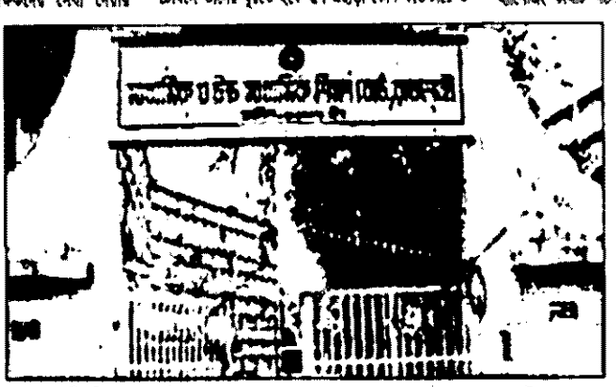

এই দুইটি পাবলিক পরীক্ষা ছাড়াও নির্ধারিত ফির বিনিময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের নানা কাজ করে থাকে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড। এর মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ডুপ্লিকেট নম্বরপত্র, সার্টিফিকেট ও নম্বরপত্র ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর, সার্টিফিকেটে নিজের কিংবা পিতামাতার নাম কিংবা জন্ম তারিখ সংশোধন, স্কুল-কলেজের মঞ্জুরি এবং নবায়ন, ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন, বিভিন্ন বিভাগ খোলাসহ নানা কাজ। বর্তমানে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কিংবা কর্মচারী শিক্ষা বোর্ডে এলেই দেখতে পাবেন একটি প্রদর্শনী বোর্ড। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, সেই কাজ কোথায় গিয়ে করতে হবে ওই বোর্ড থেকে তার একটি গাইড লাইন পাবেন। এরপর জেলাভিত্তিক নির্ধারিত কাউন্টারে তারা স্কুল-কলেজের নানা কাজের জন্য কাগজপত্র জমা দেবেন। সাথে সাথে তাদের দেয়া হবে প্রাপ্তি রশিদ এবং কাউন্টার থেকে তাদের জানিয়ে দেয়া হবে তার কাজটি কখন হবে। নির্ধারিত দিনেই তাদের কাজ হয়ে যাবে। কাউন্টার থেকেই কাজের নানা পরামর্শ তারা পাবেন। কারো টেবিলে তাদের ঘুরতে হবে না। এছাড়া কোন কাউন্টারে ও কোন্ শাখায় কোন্ কোন্ কাজ হয় তার বিবরণ এবং কোন্ কাজের জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফি কত, কতোদিন সময় লাগে সব কিছুর বিবরণ দিয়ে ছাপানো কাগজ শিক্ষকদের সরবরাহ করা হয়। বোর্ডের সব কাজে স্বচ্ছতা আনতে সম্প্রতি এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বোর্ডের সব কর্মচারীকে শিক্ষকদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপরেও কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

পাবনার বেড়া উপজেলার মাসুন্দিয়া ভবানীপুর কে জে বি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আব্দুল গনি জানান, পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নানা কাজ নিয়ে বছরে কয়েকবার আমাদের শিক্ষা বোর্ডে আসতেই হয়। কিছুদিন আগেও এখানে এমন পরিবেশ ছিল, মনে হতো কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে একটা মস্ত বড় ভুল করেছি। ৩য় এমনকি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আমাদের সাথে বাজে ব্যবহারও খারাপ আচরণ করতো। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মর্যাদা ছিল না। সেই কর্মচারীরাই এখনও আছে। তবে তাদের আচরণে পরিবর্তন এসেছে। পঞ্চগড় আটোয়ারী উপজেলার চলনকিশ আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন জানান, কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠন কিংবা অনুমোদন নিতে, সাধারণত স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ করতে ধাপে ধাপে টাকা দিতে হতো। নানা অজুহাতে এবং কর্মকর্তাদের নাম করে কিছু কিছু কর্মচারীর সাথে ঘুষ লেনদেনের চুক্তি করতে হতো। টাকা ছাড়া কাজে গেলে শিক্ষা বোর্ডে কোন কাজই হতো না। তিনি জানান, এখন আর এসব কিছু নেই। তিনি বলেন, শিক্ষকদের কাউন্টার পদ্ধতি চালু করা হলেও তাদের বসার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে কাউন্টারের সামনে শিক্ষকদের লেখালেখির কাজও দাঁড়িয়ে করতে হয়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড -ইত্তেফাক

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল হক জানান, এই ধারা অব্যাহত থাকবে। শিক্ষকদের আশংকার কিছু নেই। বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমানে সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করছে। শিক্ষকদের বসার জায়গার ব্যাপারে চেয়ারম্যান জানান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ছয় তলা নতুন ভবন হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ওই ভবনে কাজ শুরু হবে। সেখানে শিক্ষকদের জন্য একটি কক্ষ দেয়া হবে। যেখানে পর্যাপ্ত চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি জানান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে যে হেল্প ডেস্ক কাউন্টার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তা হবে শিক্ষা বোর্ডগুলির জন্য মডেল।